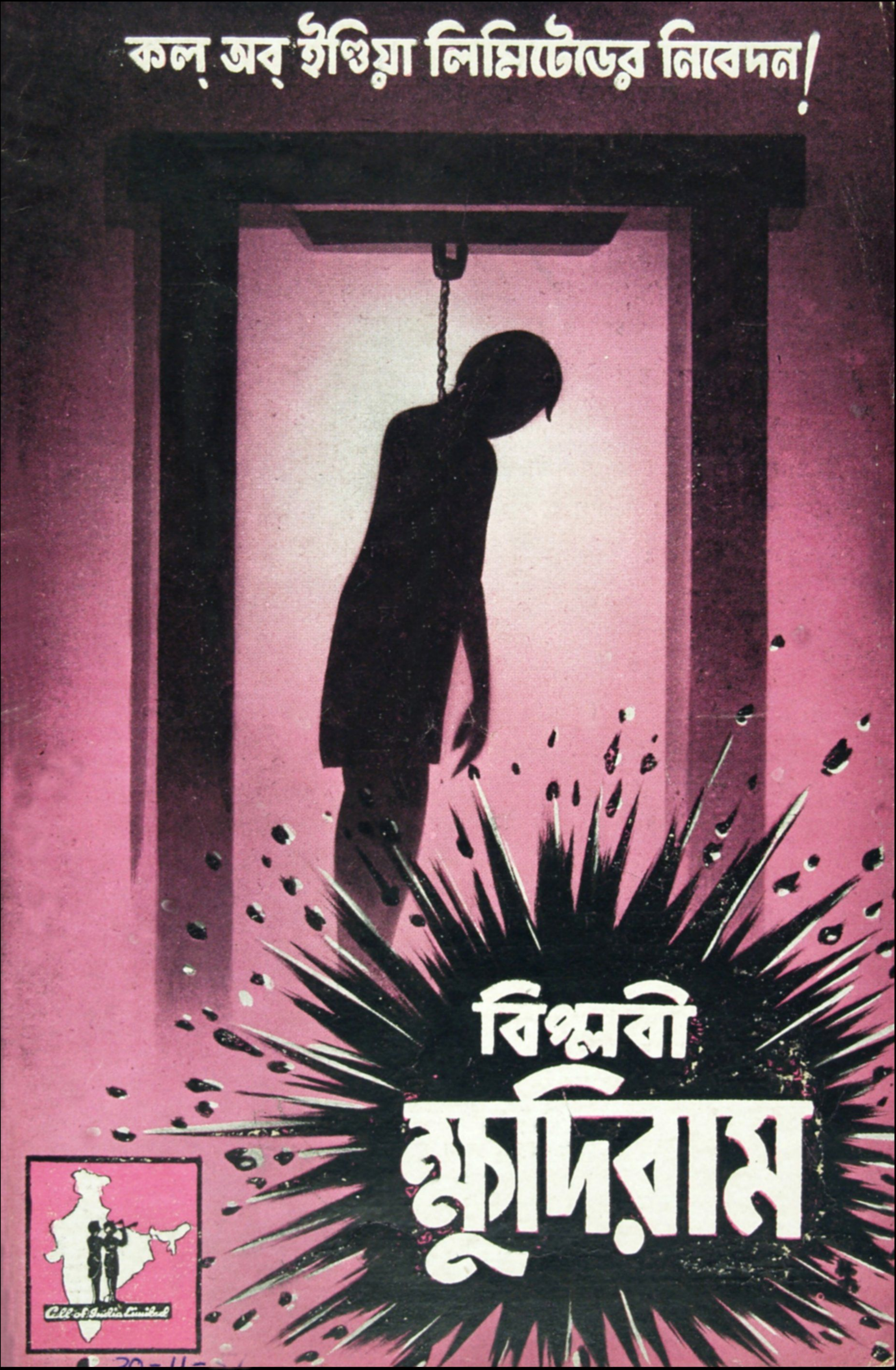
কল্ অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিবেদন!
বিপ্লবী
ক্ষুদিরাম
Call of India Limited

কল্ অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিবেদন

—ঃ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ঃ—

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : *হিরন্ময় সেন*

চিত্রশিল্পী : ধীরেন দে
শব্দযন্ত্রী : পাঁচু গোপাল দাস
সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ : সত্য মুখার্জী
কর্মসচিব : অশোক দাশগুপ্ত
রূপসজ্জাকর : প্রাণানন্দ গোস্বামী
আলোক-সম্পাত : চুনিলাল বন্দ্যোঃ
সঙ্গীত-পরিচালনা : দেবেশ বাগ্চী
গীত-রচনা : শান্তি ভট্টাচার্য্য
প্রচার : সুশীল সিংহ
যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারীগণ ঃ

প্রধান সহ-পরিচালনা : ভবেন দাস
পরিচালনা : সুধীর চক্রবর্ত্তী
হেমেন মিত্র
বাবুলাল
ধারারক্ষী : অনিল রায়
চিত্রশিল্পী : সমীর ঘোষ
শব্দগ্রহণ : ধরণী রায়চৌধুরী
সম্পাদক : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : দেবীদাস হালদার
বিজয় নন্দন
ব্যবস্থাপক : রণজিৎ, সলিল
ও সতীশ
কারুশিল্পী : সতীশ অধিকারী

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে বি, এ, এফ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে বহু প্রকার তথ্য, কাহিনী ও উপদেশ প্রাপ্তির জন্য অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা). শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্তা লীলা দত্ত (৺বিপিন পালের কন্যা এবং শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্তের স্ত্রী), শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের নিকট এবং বিপ্লবী বীর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (এলাহাবাদ) ও মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিপ্লবী লেখক শ্রীযুক্ত ঈশান মহাপাত্রের সক্রিয় সাহায্যের জন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ভূমিকায় ঃ ছায়াদেবী, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বোস, ম্যালকম, অমল সর্ব্বাধিকারী, ভাস্কর মুখার্জ্জি, অমলেন্দু মৈত্র, ভোলা পাল, সুধীর দাস, সত্য মুখার্জ্জি, আদিত্য বোস, অনিল রায়, গৌতম মুখার্জ্জি, তারক লাহিড়ী. মনতোষ ঘোষ, বিদ্যুৎ বোস, ব্ল্যানচেট, ক্যারং ব্ল্যাকি।

একমাত্র-পরিবেশক : *ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিক্‌চার্স লিঃ*
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা-১।

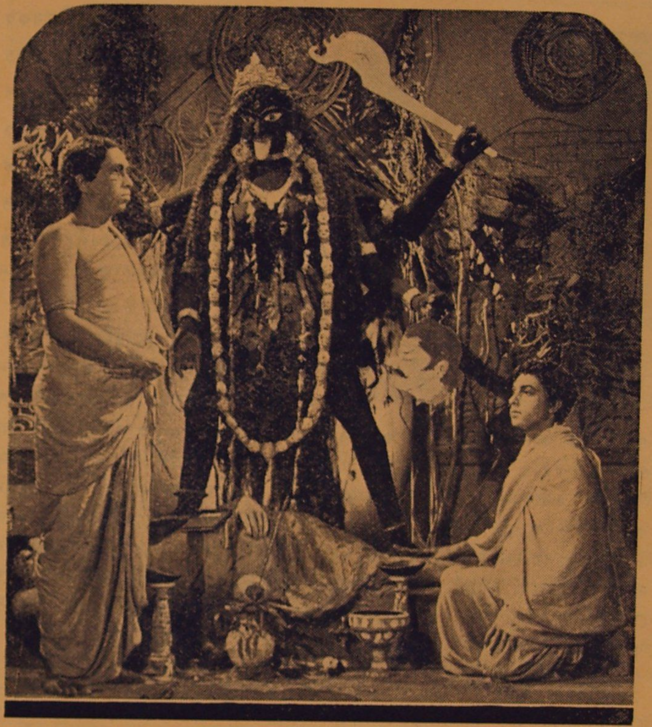

ক্ষুদিরাম (গল্পাংশ)

দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ সরকার গর্ব্ব কোরে বলতেন যে, "ইংরাজের রাজত্বে সূর্য্যাস্ত হয় না।" কিন্তু ১২৯৬ সন, ১৯শে অঘ্রাণ, মঙ্গলবার, বেলা ৫টায় মেদিনীপুর জিলায় হবিবপুরে জন্ম গ্রহণ করে এক শিশু—১৯ বছর পর এই সামান্য বালক ইংরাজ রাজত্বের পশ্চিম দিগন্তে, দিনের এক ভীষণ চিতা-বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়ে, বৃটিশের দম্ভ, অহঙ্কার চুরমার কোরে ভেঙ্গে দেয়। যে জল, আকাশ, চাল বা খাবার নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সেই চালের ক্ষুদ হতে এই শিশুর নামোকরণ হয়—ক্ষুদিরাম বসু।

ক্ষুদিরামের পিতা ৺ত্রৈলক্য নাথ বসু মেদিনীপুরের বিখ্যাত নাড়াজোল রাজ-ষ্টেটের সদর তহশীলদার ছিলেন। দু'বছর বয়সেই ক্ষুদিরাম পিতৃমাতৃহীন হয় এবং দিদি অপরূপা দেবী ক্ষুদিরামের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

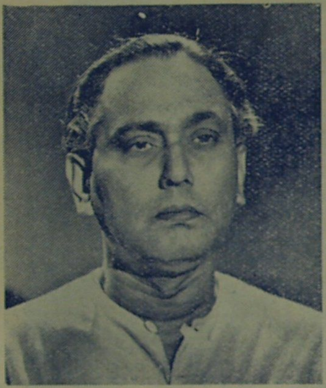

ক্ষুদিরামের বাল্যজীবন বহু বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যঘটনাপূর্ণ। ছেলেবেলা হতে বিষাক্ত সাপ ধরা ক্ষুদিরামের একটা অদ্ভুত নেশায় দাড়িয়েছিল। বোধহয় বিষকে সে বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই সে ভীষণ বিষদাঁত তুলে নেবার জন্য মজঃফরপুর পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্ফোর্ডের পেছনে ছুটেছিল।

ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করে, তখন মেদিনীপুর গোলকুমার চকের পাশে একটা ভাঙ্গা কালীমন্দিরে নাড়াজোলের রাজা বাহাদুরের প্রচুর আর্থিক সাহায্যে ও আন্তরিকতায় "আনন্দ মঠ" নামে বিপ্লবী দলের এক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসুর তত্ত্বাবধানে। ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার। তার প্রধান কাজ ছিল ছাত্রদের ভেতর হতে উপযুক্ত ছেলের সন্ধান করা, আর সে খবর তার কনিষ্ঠ ভাই ৺সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে জানিয়ে দেওয়া। বিপ্লবী সত্যেন্দ্র নাথ ৺অরবিন্দ ঘোষের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কোরে ছেলেদের প্রকৃত মানুষের মত মানুষ কোরে তৈরী করতেন।

ক্ষুদিরাম শীঘ্রই "আনন্দ মঠে"র নজরে পড়ে যায়, এবং এক বিশিষ্ট দিনে মেদিনীপুরের এক প্রদর্শনীতে বিপ্লবী দলের প্রতিবাদ-পত্র "সোনার বাংলা" বিলি করতে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষুদিরাম নির্ভয়ে সে-প্রতিবাদ-পত্র বিলি করে—কিন্তু ধরা পড়ে এবং আদালতে বিচারে দাঁড়াতে হয়। ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক বন্দীর এই হয় প্রথম বিচার।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াতে ক্ষুদিরাম মুক্তিলাভ করে। সমস্ত জেলায় ক্ষুদিরামের নাম উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিস্তৃত হয়।

কিন্তু অপরূপা দেবীর স্বামী ৺অমৃতলাল তখন দেওয়ানি আদালতে চাকুরী করতেন; কাজেই তিনি খুব শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং ক্ষুদিরাম সহ সকলকে হাটগাছার দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু ক্ষুদিরামের বুকে বিদ্রোহের যে ভীষণ দাবানল জলে উঠেছিল, তা চাপা দেওয়া অমৃতবাবুর পক্ষে সম্ভব হল না। একদিন সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম হাটগাছার এক নির্জন পথে গভর্ণমেন্টের ডাক পিয়নের মেল ডাকাতি কোরে, সংসারের সব মায়া কাটিয়ে "আনন্দ মঠে" তার সত্যেনদার কাছে চলে আসে।

ক্ষুদিরাম প্রচারক হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়—এবং কাথী, তমলুক এবং বিহারের অনেক স্থানে এই কাজে তাকে ঘুরতে হয়।

এমনি সময়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলিকাতায় ভীষণ আন্দোলন সুরু হয়। কলিকাতায় তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্ফোর্ড এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সুরু করেন। বিপ্লবীদের মনে ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন জলে ওঠে। বাংলা দেশে কিংস্ফোর্ডের জীবন বিপন্ন বুঝতে পেরে গভর্ণমেণ্ট তাকে মজঃফরপুরের জেলা জজ হিসাবে বদলী কোরে দেন, কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতিহিংসার দৃষ্টি কিংসফোর্ড এড়িয়ে আসতে পারেন নি।

অবিলম্বে বিপ্লবী গুরু অরবিন্দের আদেশে প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ রায় এবং ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর রওনা হয়ে যায়—কিংস্ফোর্ডের অত্যাচারের যোগ্য প্রতিবিধানের জন্য।

বহু বাধা, বিঘ্ন, উত্তেজনা, সন্দেহের মাঝে কটাদিন কাটিয়ে ১৯০৮ সালের, ৩০শে এপ্রিলের ঐতিহাসিক দিন এগিয়ে আসে।

রাত তখন ৮টা। কিংস্ফোর্ডের বাংলোর কাছে একটা বৃহৎ গাছ। বিপ্লবী যুগল গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের মত অপেক্ষা করে। অতি সাবধানী জীব কিংস্ফোর্ড—ক্লাব, কাছারি ও তার বাংলো ভিন্ন অন্যত্র যায় না। ক্লাব হতে গাড়ী ফেরবার সময় হয়েছে। অদূরে "টগ্" "বগ্" শব্দে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়—দু'জনার দু'জোড়া চোখ আগুনের ভাটার মত জলে ওঠে। গাড়ী সাহেবের বাংলোর কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে—আর অপেক্ষা করা চলে না—ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী তৈরী হয়ে পড়ে। দু'জনার সঙ্গে দু'জোড়া রিভলবার ও একটা বৃহৎ বোমা, বৃটিশ শাসকের উপযুক্ত উত্তর দিতে প্রস্তুত। একটা চোখের পলক—পরমুহূর্ত্তে প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত সহর কেঁপে ওঠে—কিংস্ফোর্ডের গাড়ীতে আগুন দাউ দাউ কোরে জলে ওঠে।

শুধু মুহূর্ত্তের জন্য জলন্ত আগুনের দিকে একটা তীক্ষ্দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে, দু'জনে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে যায় নিবিড় অন্ধকারের বুকে।

কিন্তু ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বুঝি প্রসন্ন ছিলেন না—তাই এত চেষ্টা, সাধনা সবই পণ্ড হয়ে গেল।

সারারাত্রি অক্লান্ত পথশ্রমের পর ১৯০৮ সনের ১লা মে 'ওয়েনি' ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে,—এবং মোকামা ঘাটে দেশদ্রোহী পুলিশ ইন্স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জির হাতে

প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ রায় ধরা পরার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পালিয়ে যায় সবার নাগালের বাইরে !

বৃটিশের আইন-আদালতে বিচারের প্রহসন সুরু হয়। আসামী ক্ষুদিরামকে সমর্থন করার জন্য দেশ দেশান্তর হতে বহু বিখ্যাত উকিল ছুটে আসে। মজঃফর-পুরের প্রসিদ্ধ উকিল কালীদাস বসু ক্ষুদিরামকে পুত্র স্নেহে টেনে নিয়ে তার প্রাণপাত চেষ্টা করেন।

আইন-আদালত, হাই-কোর্ট, আপীল, লাটসাহেবের কাছে দরবারে কালো মানুষের কত রকম অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ হল, কিন্তু কোনটাই সাদা মানুষের কানে পৌছুল না। কারণ, বিচারের আগেই রায় দেওয়া হয়েছিল। কাজেই মজঃফরপুরের আইন-আদালতের আদেশই বহাল রইল—১৯০৮ সন, ১১ই আগষ্ট, ভোর ৬টায় বাংলার বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হবে।

অগ্নি-শেলের মত ভারতের বুকে বেজে উঠল এই নির্ম্মম আদেশ—নীরব অসহায় অপরাধীর মত সে শাস্তি ভারত মাথা পেতে নিল—কিন্তু তার ক্রধোদ্ধত দন্ত নিষ্পেশনে রইল প্রতিহিংসার নেশা; মুখে ভেসে ওঠে এক তাচ্ছিল্যের হাসি—"ক্ষুদে এক শিশু, তাকেও বৃটিশ সিংহের এত ভয়—তারা কোন সাহসে এদেশে রাজত্ব চালাতে চায়।"

বৃটিশ শাসকের এই নির্মম শাস্তিকে লজ্জা ও গ্লানিতে কলঙ্কিত কোরে, মরণ জয়ী বীর ক্ষুদিরাম, ১১ই অগাষ্ট, ভোর ৬টায় তাদের ফাঁসির দড়ি হাস্তে হাস্তে গলায় পড়ে নিল—আনন্দ ও উত্তেজনায় তার হাসিভরা মুখ হতে শুধু একটী কথা বেড়িয়ে এল—"বন্দেমাতরম্"।

বীর শহীদের মুখ হতে সেই ছোট্ট একটি বাণী "বন্দেমাতরম্" শব্দে বৃটিশ সিংহের বুক গুড় গুড় কোরে কেপে উঠল; ইংরেজ সরকার চমকিত হয়ে উঠে। কিন্তু মূর্খ শাসকের দল বুঝতে পারল না "তার একটা গলায় ফাঁসির দড়ি দেখে সারা ভারতের বুকে জেগে উঠবে মরণের নেশা। সেই ৩২ কোটী ভারতবাসীর মরণ দোলার ভীষণ ঝাকুনীতে বৃটিশের দম্ভ, অহঙ্কার চুরমার হয়ে ভেঙ্গে যাবে।"

দলবেধে এগিয়ে এল কানাইলাল, সত্যেন বসু, গোপীনাথ, দীনেশ গুপ্ত, সূর্য্য সেন, বিনয় বোস, সুধীর গুপ্ত, আরো কত সন্তানের দল—গলায় পড়ে নিল তাদের জয়ের মালা—কপালে এঁকে দিল জয়ের তিলক।

ফাঁসীর মঞ্চে ছুটে গেল সহস্র সৈনিক, স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি দেখে; পরাধীন ভারতের কাছে তারা এগিয়ে দিল স্বাধীনতার মুকুট রক্তরাঙ্গা কটা জীবনের বিনিময়ে; অতীতের বুক হতে চিরে বেড়িয়ে এল, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সুর—

"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা,
জীবনের জয় গান।
মৃত্যু তাদের দহিতে পারে নি,
মৃত্যুরে করিল জীবন দান।"

সঙ্গীতাংশ

(১)

এ নহে মরণ, এতো নহে ঝরে যাওয়া ॥
মৃত্যুতীর্থে জীবনের গান গাওয়া
এপারে ওপারে রাখি বন্ধন চলে
স্বরগের সুধা মাটির ফসলে ফলে
অতীত হারায়ে আগামীরে ফিরে পাওয়া
মৃত্যুতীর্থে জীবনের গান গাওয়া
তুমি নাই তব মন্ত্র পড়িয়া আছে
অভয় শঙ্খ বাজিছে প্রাণের কাছে
রক্ত তিলকে লভিনু যে পরিচয়
ভুলিব না কভু, সে তো ভুলিবার নয়
ছেঁড়া পালে লাগে নিরুদ্দেশের হাওয়া ॥
মৃত্যুতীর্থে জীবনের গান গাওয়া ॥
এ শুভ যাত্রা পথে ফেলোনা চোখের জল
কোরোনা পথ পিছল
দিনের আলোক যদি বা লুকায় মেঘে
আবার ওঠে তা জেগে
রাঙ্গা রবি কভু রয় না তো মেঘে ছাওয়া ॥

(২)

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি,
ওমা হাসি হাসি পরবো ফাঁসী দেখ্‌বে জগৎবাসী।
ওমা একটী বোমা হাতে করে বসেছিলাম
পথের ধারে মাগো,
ওমা জজ সাহেব্‌কে মার্‌তে গিয়ে মার্‌লেম নির্দ্দোষী
যদি থাক্‌তো হাতে ছোরা,
তোর ক্ষুদি কি পড়্‌তো ধরা
রক্ত মাংস এক করিতাম
দেখ্‌ত ইংল্যাণ্ড বাসী।
ওমা শনিবারের দিনদুপুরে আদালতে
লোক না ধরে মাগো
ওমা জজ্‌ ব্যারিষ্টার হুকুম দিলেন
ক্ষুদিরামের ফাসী।
ওমা দশ মাস দশ দিন পরে জন্ম নেবো
মাসির ঘরে মাগো
তখন চিন্‌তে যদি না পারিস্‌ তুই
দেখবি গলায় ফাঁসী।

(৩)

বাঁধন ছেঁড়ার লগ্ন এলোরে জাগো জোয়ান ॥
বেদনা সিন্ধু আনো মন্থিয়া
আনো অমৃত গান ॥
মোদের রক্তে রাঙ্গানো উদয়াচল
তাই প্রাণ উচ্ছ্বাসে যৌবন চঞ্চল চঞ্চল চঞ্চল
নূতন সূর্য্য জ্বালিব শোনিতে করায়ে স্নান
দেশ মাতৃকা শৃঙ্খলভারে কাঁপেরে
আশায় প্রহর যাপেরে ॥
ভাঙ্গো শৃঙ্খল, ভাঙ্গো শৃঙ্খল—
ভাঙ্গো শৃঙ্খল, ভাঙ্গো শৃঙ্খল
শৃঙ্খল ভারে কাঁপেরে, আশায় প্রহর যাপেরে
তাই ভাঙ্গা পঞ্জরে বজ্র গড়িব বলে
মহাযজ্ঞের হোমানল শিখা জ্বলে
মৃত্যুর সাথে মরণ দোলাতে দুলিছে প্রাণ
জাগো জাগো জাগো জাগো—

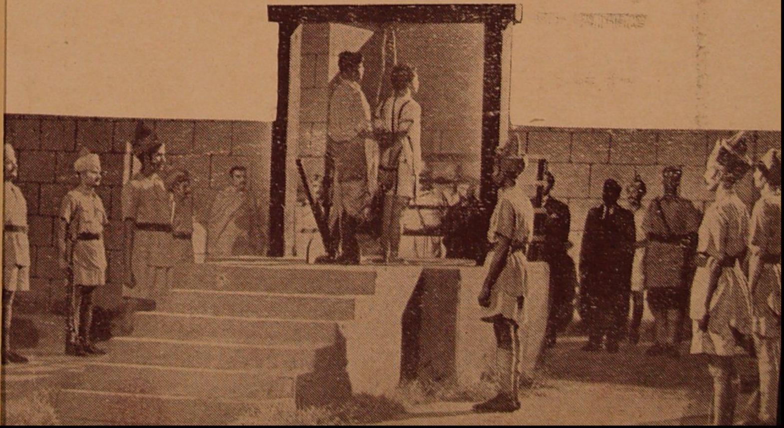

পরবর্ত্তী চিত্র !

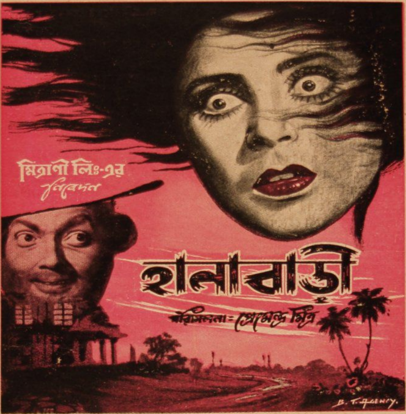

ভূমিকায় : **ধীরাজ ভট্টাচার্য্য,** প্রণতি, নমিতা, গৌতম, বিপিন, শ্যামলাহা, নবদ্বীপ, ধীরেন মিত্র, শশাঙ্ক সোম, নীতিশ রায় প্রভৃতি।

●

পরিবেশক : **ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেড্**
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা-১

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিঃ-এর ঐতিহাসিক চিত্র !

নন্দকুমারের ফাঁসি

ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রথম উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহারাজা নন্দকুমারের জীবনী চিত্র।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।